কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সরেজমিন উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫
(www.dae.gov.bd)

## স্মারকলিপি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে চলতি **"বৈশাখ-১৪২৮ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়"** বিষয়ে একটি লিফলেটি এতদসংগে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো। এ লিফলেটটি মুদ্রণ করে আপনার অঞ্চল/জেলার কৃষকভাইদের মাঝে ব্যাপক ভাবে প্রচার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং এ বিষয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

সংযুক্ত: **"বৈশাখ-১৪২৮ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়"- ১ (এক) পাতা।**

১২/৪/২০২১

(এ কে এম মনিরুল আলম )
পরিচালক
সরেজমিন উইং
১২/৪/২০২১

স্মারক নং- ১২.১০.০০০০.০০৪.১৬.০৫২.১৩ (২য় অংশ)/ ৪৭৪(৭৬) তারিখ:১২/০৪/২০২১ খ্রি:

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-

১। পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ/হর্টিকালচার/প্রশিক্ষণ/উদ্ভিদ সংরক্ষণ/ উদ্ভিদ সংগনিরোধ/ক্রপস/পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবড়ি, ঢাকা।
২। পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস,ডিএই, খামারবড়ি, ঢাকা। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৩। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর..... অঞ্চল (১৪টি)।
৪। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর..... (জেলা সকল)।
৫। উপপরিচালক, (আইসিটি ব্যবস্থাপনা), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবড়ি, ঢাকা, লিফলেটটি ডিএই এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৬। অতিরিক্ত উপপরিচালক, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, সরেজমিন উইং,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরখামারবড়ি, ঢাকা, তাকে লিফলেটটি ই-মেইল যোগে সকল অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালক, ডিএই বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে বলা হলো।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৩। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৪ ।মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

# বৈশাখ মাসে কৃষকভাইদের করণীয়

বৈশাখ মাস দিয়ে শুরু হয় বাংলা বর্ষ। নতুন ১৪২৭ বাংলা সনের শুভেচ্ছা সবাইকে। এ মাসে চলতে থাকে আমাদের ঐতিহ্যবাহী মেলা, পার্বন, আনন্দ উৎসব, আদর আপ্যায়ন। কিন্তু বৈশ্বিক মহামারি করোণার প্রাদুর্ভাবে জনজীবনে নেমে এসেছে স্থবিরতা, চলছে জীবনমরণ যুদ্ধ। এর মাঝেও চলছে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশনায় খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য সম্প্রসরণ কর্মী, কৃষিজীবি, ও কৃষকভাইদের আপ্রাণ সংগ্রাম। পুরনো বছরের ব্যর্থতাগুলো ঝেড়ে ফেলে নতুন দিনের প্রত্যাশায় কৃষক ভাইরা ফিরে তাকাতে হবে দিগন্তের মাঠে। আর তাই আসুন জেনে নেই বৈশাখে কৃষির করণীয় বিষয়গুলো :

**বোরো :**

- দেরিতে রোপণ করা বোরো ধানের জমিতে ব্লাস্ট রোগের আক্রমন হতে পারে। আক্রান্ত জমিতে পানি ধরে রাখতে হবে এবং ট্রুপার ৭৫ ডব্লিউপি/ ন্যাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি ছত্রাকনাশক ব্যবহার করে ব্লাস্ট রোগ দমন করতে হবে।
- থোড় আসা শুরু হলে জমিতে পানির পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়াতে হবে। ধানের দানা শক্ত হলে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে।
- নাবি বোরো ধানের থোড় আসার সময় যাতে খরার জন্য পানির অভাব না হয় তাই আগে থেকেই সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।
- এ মাসে বোরো ধানে বাদামী গাছ ফড়িং, গান্ধি পোকা, লেদা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, পোকার আক্রমণ হতে পারে; পোকা দমনের জন্য নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোকার আক্রমণ রোধ করতে হবে।এসব উপায়ে পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা না গেলে শেষ উপায় হিসেবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে সঠিক বালাইনাশক, সঠিক সময়ে, সঠিক মাত্রায়, সঠিক নিয়মে প্রয়োগ করতে হবে।
- এ মাসে শিলাবৃষ্টি হতে পারে, বোরো ধানের ৮০% পাকলে তাড়াতাড়ি কেটে ফেলতে হবে। হাওড় এলাকায় ইতোমধ্যে কর্তন শুরু হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী এ মাসে বৃষ্টিপাত ও বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই যতদ্রুত সম্ভব ধান কর্তনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

**আউশ:**

- আউশ ধানের জমি তৈরি ও বীজ বপনের সময় এখন। বোনা আউশ উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি এবং রোপা আউশ বন্যামুক্ত আংশিক সেচনির্ভর মাঝারি উঁচু ও মাঝারি নিম্ন জমি আবাদের জন্য নির্বাচন করতে হবে। বোনা আউশের জাত হিসেবে বিআর -২০, বিআর -২১, বিআর -২৪, ব্রিধান-৪২, ব্রিধান-৪৩,ও ব্রিধান-৮৩ এবং রোপা হিসেবে বিআর -২৬, ব্রিধান-৪৮,ব্রিধান-৮২ ও ব্রিধান-৮৫ , খরাপ্রবণ বরেন্দ্র এলাকাসহ পাহাড়ি এলাকার জমিতে বিনাধান-১৯ চাষ করতে পারেন।

**ভূট্টা:**

- খরিফ মৌসুমে ভুট্টার বয়স ২০-২৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে রসের ঘাটতি থাকলে হালকা সেচ দিতে হবে, জমিতে আগাছা পরিস্কার করতে হবে এবং একইসাথে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।
- রবি ভূট্টা সংগ্রহ, মাড়াই, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

**পাট:**

- ১৫ বৈশাখ পর্যন্ত তোষা পাটের বীজ বপন করা যায়। তাই যথাসম্ভব দ্রুত বীজ বপন করতে হবে।

**গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজি:**

- গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজির বীজ বপন বা চারা রোপণ শুরু করতে হবে।
- বসতবাড়ির বাগানে ডাঁটা, কলমিশাক, পুঁইশাক, করলা, ঢেঁড়শ, বেগুন, পটল চাষের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।
- মাদা তৈরি করে চিচিঙ্গা, ঝিঙা, ধুন্দল, শশা, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়ার বীজ বুনে দিতে হবে।
- এ মাসে কুমড়া জাতীয় ফসলে মাছি পোকা দারুনভাবে ক্ষতি করে থাকে। এ ক্ষেত্রে কুমড়াজাতীয় ফসলের মাছিপোকা দমনের জন্য সেক্স ফেরোমন ট্র্যাপ ব্যবহার করতে হবে।কুমড়া জাতীয় সব সবজিতে হাত পরাগায়ন বা কৃত্রিম পরাগায়ন করতে হবে।
- গ্রীষ্মকালিন টমেটো চাষ করতে চাইলে বারি টমেটো-৪, বারি টমেটো-৫, বারি টমেটো-৬, বারি টমেটো-১০, বারি হাইব্রিড টমেটো-৪, বারি হাইব্রিড টমেটো-৮,বিনাটমেটো-৩,বিনাটমেটো-৪ চাষ করতে পারেন।
- এ সময়ে প্রচন্ড তাপদাহ দেখা দিতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের যেখানে সেচ সুবিধা নেই সেখানে শাক-সবজির ও ফলের বাগানে মালচিং দিয়ে মাটির রস সংরক্ষণ করুন এবং সেচ প্রদান করতে হবে।

**ফল:**

- আমের মাছি পোকাসহ অন্যান্য পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। তাই পোকামাকড় দমনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- এ সময় কাঁঠালের নরম পচাঁ রোগ দেখা দেয়। ফলে রোগ দেখা দেওয়ার আগেই ফলিকুর ০.০৫% হারে বা ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা রিডোমিল্ড এম জেড-৭৫ প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৩ বার স্প্রে করতে হবে।

**অন্যান্য:**

- বৃষ্টি হয়ে গেলে পুরাতন বাঁশঝাড় পরিস্কার করে মাটি ও কম্পোষ্ট সার দিতে হবে।
- নার্সারীতে চারা উৎপাদনের জন্য বনজ গাছের বীজ বপন করতে পারেন।
- এ মাসে সজিনার ডাল কেটে সরাসরি রোপন করতে পারেন।
- প্রত্যেক বসতবাড়ির সম্ভাব্য স্থানে লাগাতে পারেন ২/১ সারি আদা ও হলুদ।

❖ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, নিরাপদ থাকুন, সুস্থ্য থাকুন।।

**তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।**